দৈনিক ইত্তেফাক
প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী হলে পানির সংকট

১৫ মে, ২০১৮ ইং ০০:০০ মিঃ

গত শনিবার কুষ্টিয়ার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের খালেদা জিয়া হলে পানির সমস্যা সমাধানের দাবিতে প্রকৌশল অফিস অবরোধ করিয়াছে আবাসিক ছাত্রীরা। কয়েক শত ছাত্রী হলের বাহিরে আসিয়া প্রকৌশল অফিস ঘেরাও এবং রাস্তা অবরোধ করিয়া রাখে। ছাত্রীরা জানান, মাসখানেক হইল বেশিরভাগ সময়ই হলে পানি থাকে না। মাঝে মাঝে পানি আসিলেও তাহা ময়লা ও দুর্গন্ধযুক্ত। উপরন্তু প্রায়শই আবাসিক রুম ও বাথরুমে বিষধর সাপ চলিয়া আসে। ডাইনিংয়ের খাবারও বেশ নিম্নমানের। কিন্তু এসকল সমস্যা সমাধানে হল প্রাধ্যক্ষ কিংবা আবাসিক শিক্ষক কেহই পাশে থাকেন না। আবাসিক শিক্ষকেরা হলে কদাচিত্ আসেন। ছাত্রীরা বলেন, একারণেই আমরা আজ রাস্তায় নামিতে বাধ্য হইয়াছি। তাহারা হল প্রভোস্টের পদত্যাগও দাবি করেন। আশ্বস্ত হইবার মতো কথা হইল, দ্রুত সমস্যা সমাধানের নিশ্চয়তা পাইয়া ছাত্রীরা হলে ফিরিয়া গিয়াছেন।

বাস্তবতা এই যে, অধিকাংশ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলিতেই বেহাল অবস্থা বিরাজমান। হল প্রশাসনের তদারকি, পর্যাপ্ত আসবাবপত্র, সাংস্কৃতিক আয়োজন, খেলাধুলার সরঞ্জাম, খেলার মাঠ, স্বাস্থ্যকর খাবার, রিডিংরুম, লাইব্রেরি সকল ক্ষেত্রেই অব্যবস্থা চোখে পড়িবে। হলগুলির ক্যান্টিনে যে মানের ও পরিমাণের খাবার পরিবেশন করা হয়, তাহাতে তরুণ বয়সের স্বাভাবিক স্বাস্থ্যরক্ষা প্রায় অসম্ভব। হলগুলিতে পর্যাপ্ত আর্থিক বরাদ্দ যেমন থাকে না, তেমনি সেই সীমিত সম্পদেরও নানা অপচয় হয়। সবচাইতে বড় বিষয়, তদারকির ক্ষেত্রে সীমাহীন অবহেলা দেখা যায়। ফলে সামান্য ক্ষোভের স্ফুলিঙ্গ অনেক সময়ই বিপুল বিক্ষুব্ধ পরিস্থিতির জন্ম দেয়।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের অভিযোগ, এক মাস ধরিয়াই তাহারা পানির সংকটে ভুগিতেছেন, হলের প্রভোস্ট তাহাদের অভিযোগে কর্ণপাত করেন নাই। তদুপরি হলের আবাসিক শিক্ষকদেরকেও অভাব-অভিযোগ শোনাইবার জন্য তাহারা কাছে পান নাই। ফলে পানি সমস্যার যে সামান্য অভিযোগ তাৎক্ষণিক প্রশাসনিক তৎপরতাতেই তাহার সুরাহা হইতে পারিত, কিন্তু হয় নাই। বরং সমস্যা পুঞ্জীভূত হইয়াছে। অবহেলা ও অমনোযোগের কারণে শিক্ষার্থীরা ক্ষুব্ধ হইয়াছেন, রাস্তায় নামিয়াছেন। অথচ হল প্রভোস্ট ও আবাসিক শিক্ষকদের দায়িত্বই হইল প্রতিদিন নিয়ম করিয়া হলের অফিসে হাজির থাকা এবং শিক্ষার্থীদের সমস্যাগুলির সুরাহা করা। শিক্ষার্থীরা এক মাস ধরিয়া পনির সংকটে ভুগিবেন এবং উপায়ন্তর না দেখিয়া অবশেষে রাস্তায় নামিয়া আসিবেন, এমন ঘটনা একেবারেই অনাকাঙ্ক্ষিত। তবে এরকম ঘটনা কেবল ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘটিয়াছে তাহা নহে, সকল বিশ্ববিদ্যালয়েই মাঝেমধ্যে ঘটিতেছে। বস্তুত, সরকারি ও আধাসরকারি সকল প্রতিষ্ঠানেই দায়িত্বে অবহেলা ও বঞ্চনার এরকম অভিযোগ ভুরিভুরি পাওয়া যাইবে। প্রশাসনিক বিভিন্ন পদে নিযুক্ত ব্যক্তিদের দায়-দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ ক্রমাগতভাবে প্রশ্নসঙ্কুল হইয়া উঠিতেছে। আমরা এই অবস্থা কিছুতেই কামনা করিতে পারি না। গুরুতর সমস্যা সমাধানে বিলম্ব হইবে ইহা স্বাভাবিক, কিন্তু অল্প আয়াসেই যে সমস্যার সমাধান সম্ভব তাহা মাসের পর মাস পড়িয়া থাকিবে– ইহা গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না।

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন।

ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত